The concept of Varnashramadharma

বর্ণাশ্রমধর্মের ধারণা

'বর্ণাশ্রমধর্ম' ধারণাটি প্রাচীন হিন্দু সমাজে গড়ে উঠেছিল। ভারতে, নৈতিকতা সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয়ই হতে পারে এবং পরবর্তীতে কখনও কখনও জোর দেওয়া হয়। বেদের যুগ থেকেই জীবনের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৈতিকতা স্বীকৃত। বরং মানব জীবনের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত গুণাবলী এবং কর্তব্যগুলি তার বৈচিত্র্যময় সম্পর্ক এবং তার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে মানব আচরণের সাথে সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। পুরো জিনিসটি ধর্ম-সাধারণধর্ম, বর্ণ-ধর্ম এবং আশ্রম-ধর্মের ত্রিবিধ পরিকল্পনার অধীনে করা হয়। প্রারম্ভিক সময় থেকে ভারতীয় সমাজ চার ভাগে বিভক্ত, একে অপরের প্রতি নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

'বর্ণাশ্রমধর্ম' শব্দটি তিনটি শব্দ নিয়ে গঠিত - 'বর্ণ', আশ্রম, 'ধর্ম'। তাত্ত্বিকভাবে, বর্ণ ব্যবস্থা বলতে হিন্দু সমাজকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করাকে বোঝায়। আশ্রম ব্যবস্থা বলতে একজন ব্যক্তির জীবনকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করাকে বোঝায়। ধর্ম একজন ব্যক্তির কর্তব্য বোঝায়।

এইভাবে, বর্ণাশার-মাধর্ম তাদের জীবনের স্তর সম্পর্কিত সমাজের সদস্য হিসাবে একজন ব্যক্তির কিছু কর্তব্য নির্দেশ করে। এটি সামাজিক অবস্থান, নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং ক্ষমতার মেজাজের উপর নির্ভর করে না।

গুণকর্মবিভাগসঃ" (৪র্থ অধ্যায়, ১৩ নং শ্লোক)

ব্রাহ্মণ হল তারা যারা মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ রাখে, দেহ ও মনের পবিত্রতা বজায় রাখে, তপস্যা, ক্ষমা, প্রজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি অনুশীলন করে। তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব বেদ অধ্যয়ন ও শিক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, দান ও দান গ্রহণ ইত্যাদি। .

ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সাহস, বীরত্বের ধৈর্য, সম্পদশালীতা, যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা, উদারতা এবং নেতৃত্বের মতো গুণাবলী রয়েছে। একজন ক্ষত্রিয়ের নির্দিষ্ট কর্তব্য হল বাহ্যিক আগ্রাসন ও অভ্যন্তরীণ ঝামেলা থেকে মানুষকে রক্ষা করা, তাদের প্রজাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শাসন করা, দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া, দান করা ইত্যাদি।

বৈশ্যদের কর্তব্য হল চাষাবাদ ও ব্যবসা করা। তারা সমাজের ব্যবসায়ী। শূদ্রদের কর্তব্য অন্য তিন শ্রেণীর সেবা করা।

হিন্দু সমাজ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের জীবনের চারটি স্তর রয়েছে। এদের নামের সাথে ‘আশ্রম’ বলা হয়। ব্রহ্মচর্য, গড়স্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের পর্যায়।

ব্রহ্মচর্যের প্রথম পর্যায় হল ছাত্র। এখানে ব্যক্তিকে নিখুঁত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করতে শেখানো হয়। এটি প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল। একজন ব্যক্তির উচিত শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভিক্ষা করে

জীবনযাপন করা, দিনের বেলায় মদ, মাংস এবং ঘুম এড়িয়ে চলা উচিত। একজন ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হল সরলতা, সতীত্ব, তপস্যা এবং আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে একটি পালিত জীবন যাপন করা।

দ্বিতীয় পর্যায় হল গ্রী বা গৃহস্থের। ব্রহ্মচর্যের পরে, একজনকে বিয়ে করে জীবন স্থির করা উচিত। একজন ব্যক্তিকে পারিবারিক মানুষ, বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনের সদস্য এবং নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই পর্যায়ে একজন ব্যক্তিকে পাঁচটি মহান ত্যাগ স্বীকার করতে হয়-

ভূতযজ্ঞ: পশুদের বলিদান। ·

মনুষ্যযজ্ঞ: অতিথিদের পরিবেশন এবং আপ্যায়ন করার জন্য পুরুষদের বলিদান। ·

দেবযজ্ঞ: পবিত্র আগুনে ধূপ নিবেদনের আকারে দেবতাদের বলিদান।

পিতৃজ্ঞান: শ্রাদ্ধ আচার পালন করে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বলিদান।

ব্রহ্মযজ্ঞ: পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করে ব্রহ্মা বা বেদের উদ্দেশ্যে বলিদান।

ব্যক্তিজীবনের তৃতীয় পর্যায় হল বানপ্রস্থ। এই পর্যায়ে, একজনকে জাগতিক বস্তুর প্রতি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে, একটি শান্ত জায়গায় অবসর নিতে হবে, উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে ধ্যান করতে হবে এবং তপস্যা, অহিংসা ইত্যাদি অনুশীলন করতে হবে।

আমরা মনুর ধর্মশাস্ত্রে বানপ্রস্থের গুণাবলী ও কর্তব্যের নৈতিক তাৎপর্য সহ বিশদ বিশ্লেষণ পাই। তিনি বলেন, বানপ্রস্থের উচিত গৃহস্থের মতো পাঁচটি মহৎ যজ্ঞ প্রদান করা, একমাত্র পার্থক্য হল যেখানে গৃহকর্তা অর্থ ও কাম অর্জনের লক্ষ্যে যজ্ঞ করেন, সেখানে বানপ্রস্থকে এমন কোনো জাগতিক উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করা উচিত নয়।

মানব জীবনের চতুর্থ ও শেষ পর্যায় হল সন্ন্যাস। এই হল ত্যাগের পর্যায়। এই পর্যায়ে একজন ব্যক্তির উচিত মোক্ষ বা নির্বাণ অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করা।

সুতরাং, 'বর্ণাশ্রমধর্ম' বলতে একজন ব্যক্তির সমাজে, জীবনের স্তরে তার অবস্থান বা মর্যাদা অনুসারে কর্তব্য সম্পাদনকে বোঝায় এবং তাকে স্বধর্ম বলা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ কোনো না কোনো সমাজে বসবাস করে আসছে। প্রতিটি সমাজেই কোনো না কোনো সামাজিক গ্রেডেশন আছে। সামাজিক জীব হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিজের কর্তব্যকে স্বধর্ম বলে। সমাজ এবং জীবনের পর্যায়ে একজন ব্যক্তির ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত একজন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন করা উচিত। পুরুষের সহজাত গুণাবলী ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী তৈরি করা হয়।

সামাজিক কর্তব্য দাবি করে যাকে শ্রমের বিভাজন বলা যেতে পারে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি এই সত্যের আপাত উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে যে জীবন একটি সিঁড়ি যেখানে প্রতিটি স্তরের সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আরোহণ করা যায়। জীবনের মাপকাঠিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর ওঠার জন্য, এটিকে কয়েকটি বিস্তৃত বাক্যাংশে বিভক্ত করা প্রয়োজন।এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্ণাশ্রমধর্ম ধারণার সবচেয়ে বড় খারাপ দিক হল সমাজে শূদ্রদের অনুভূত অবক্ষয়। কিন্তু, যদি

বিষয়গুলি সঠিক দৃষ্টিকোণে নেওয়া হয় তবে শূদ্রদের অধঃপতনের কোনও কারণ নেই। কর্তব্য বা ধর্মের শ্রেণীবিভাগ কখনই শূদ্রদের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ হিসাবে কাজ করে না।

বর্ণাশ্রমধর্মের ধারণাটি শুধুমাত্র শ্রম বিভাজনের ধারণার উপর নয়, শ্রমের মর্যাদার বিভাজনের ধারণার উপরও ভিত্তি করে। সকল শ্রেণীর সেবা তাদের নিজস্ব উপায়ে সমাজের জন্য সমানভাবে মূল্যবান বলে মনে করা হয়েছে।

ব্রহ্মচর্য

দীক্ষা অনুষ্ঠান (উপনয়ন) থেকে ছাত্রত্বের শেষ পর্যন্ত সময়কাল পড়ে। পুরানো দিনে, এটি সাধারণত উপনয়নম অনুষ্ঠানের পরে ছাত্রের তার শিক্ষকের বাড়িতে চলে যাওয়ার সাথে শুরু হয়েছিল, যা তার জন্ম দ্বিজ বা দুবার জন্ম হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। এই সময়ের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা একটি গুরুকুলে প্রবেশ করবে, সেখানে একজন গুরু বা শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে বসবাস করবে এবং বেদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে শিক্ষিত হবে বলে আশা করা হতো। ছাত্রদের দায়িত্ব ছিল কোন অবস্থাতেই তাদের শিক্ষা ত্যাগ না করা। শুধুমাত্র মৃত্যুই তাদের প্রভুদের থেকে আলাদা করে দেবে। তাদের শিক্ষকদের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে হবে না, যাদেরকে তাদের সব সময় মান্য করতে হয়েছিল (শিক্ষকদের) এমন কিছু ক্ষেত্রে যা তাদের জাত হারিয়েছিল। তারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য বা ব্রহ্মচর্য অনুশীলনের পাশাপাশি গরম জলে স্নান না করা, সুগন্ধি বা অলঙ্কার ব্যবহার না করার মতো তপস্যা পালন করবেন বলে আশা করা হয়েছিল। এটিও সেই সময় ছিল যখন একজন ছাত্র ধর্মের শিক্ষাগত দিকগুলির সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে, হিন্দু ধর্ম অনুসারে মানব জীবনের প্রথম লক্ষ্য (পুরুষার্থ)। গুরুকুলের ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত এই নিয়মগুলির মধ্যে কিছু তারা কোন বর্ণের ছিল তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। শিক্ষক ক্ষত্রিয় হলে তার অধীনে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের কিছু স্বাধীনতা ছিল। তাদের কাছ থেকে অন্য ছাত্রদের মতো সরাসরি তাদের প্রভুর সেবা করা, যেমন তাকে পানীয় জল আনা বা তার গোসলের ব্যবস্থা করা, বা তার পরিবারে সামান্য সেবা করা প্রত্যাশিত ছিল না।

গৃহস্ত আশ্রম

একবার একজন ছাত্র তার শিক্ষা শেষ করে গুরুকুল থেকে তার বাড়িতে ফিরে এসে, তার শরীর ও মনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে এবং বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠে, সে বিবাহ করে গৃহস্থের জীবন পরিচালনা করার অধিকারী হয়। হিন্দু আইনের বইগুলি নির্দেশ করে যে একজন গৃহকর্তা হিসাবে একজন ব্যক্তির স্ত্রীকে সমান বর্ণের গ্রহণ করা উচিত যিনি আগে বিবাহিত হননি, যিনি একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এবং যিনি তাঁর চেয়ে ছোট ছিলেন। তার পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কাজ করা উচিত এবং তার পিতা, পূর্বপুরুষ, ঋষি এবং অন্যান্য প্রাণীর কাছে তার ধর্মীয় ঋণ পরিশোধ করা উচিত। ধর্ম ও বর্ণ সংরক্ষণ, গৃহে আগত অতিথিদের সম্মান করা এবং সাহায্য করার মতো সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার পরিবারের প্রতি একজন গৃহকর্তার প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তার পিতামাতা এবং পিতা-মাতা, সন্তান এবং স্ত্রীর যত্ন নেওয়া উচিত। দরিদ্র এবং অভাবী। তার উচিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা এবং ধর্মগ্রন্থ দ্বারা নির্দেশিত যজ্ঞ করা। তারও উচিত বেদ পাঠ করা, বহিরাগতদের খাবার পরিহার করা, উপযুক্ত ঋতুতে তার স্ত্রীর কাছে যাওয়া, যজ্ঞের সুতো পরিধান করা, নির্ধারিত তপস্যা পালন করা এবং পশু ও ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো উচিত। একজন গৃহস্থ ছাত্রাবস্থায় অর্জিত ধর্মের (প্রথম পুরুষার্থ) জ্ঞানের

উপর ভিত্তি করে এই সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অর্থ (দ্বিতীয় পুরুষার্থ) এবং কাম (তৃতীয় পুরুষার্থ) অনুসরণ করেছিলেন এবং মানব জীবনের চতুর্থ লক্ষ্য মোক্ষের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন।

বানপ্রস্থ আশ্রম

এই সময়টি শুরু হয়েছিল যখন একজনের ত্বক কুঁচকে যেতে শুরু করে এবং একজন গ্র্যান্ড ফাদার হয়ে ওঠে। এই সময়ের মধ্যে একজন ব্যক্তির কাছে পার্থিব বিষয়গুলি থেকে দূরে সরে যাওয়ার এবং মোক্ষ (চতুর্থ পুরুষার্থ) অর্জনের জন্য তার আধ্যাত্মিক যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার আশা করা হয়েছিল। তাকে তার সন্তানদের প্রতি তার দায়িত্ব অর্পণ করে, তার পরিবার এবং সম্পত্তিকে পিছনে ফেলে এবং একটি আশ্রম বা বনের মতো নির্জন স্থানে চলে যাওয়ার মাধ্যমে এটি করতে হয়েছিল। সেখানে তার তপস্বীর মতো জীবনযাপন করা উচিত এবং তপস্যা, অর্ঘ্য অর্পণ, বেদ এবং আধিভৌতিক গ্রন্থ পাঠ এবং আত্মজ্ঞান অর্জনে তার সময় ব্যয় করা উচিত। তার নগ্নতা ঢেকে রাখার জন্য কাপড়, চামড়া বা ছাল দিয়ে তৈরি পোশাক পরতে হবে, চুল বেণিতে পরতে হবে, শুদ্ধ থাকতে হবে, তার কথাবার্তা, কাজ এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখতে হবে, বন্য বেড়ে ওঠা শিকড়, ফল ও শাকসবজি খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে, তার কাছে আসা অতিথিদের সম্মান করতে হবে। আশ্রম, উপহার দাও কিন্তু কোন গ্রহণ না করা, দিনে তিনবার স্নান করা, সমস্ত প্রাণী ও প্রাণীদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া, মাটিতে ঘুমানো ইত্যাদি। এই পর্যবেক্ষণগুলির লক্ষ্য ছিল নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, আবেগকে অতিক্রম করা এবং ইন্দ্রিয় বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নতা বিকাশ করা এবং নিজেকে একজন তপস্বী (সন্যাসী) হিসাবে আরও কঠোর জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। এই সময়ের মধ্যে একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার সাথে নিয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র যদি পরবর্তীটি তার সাথে যেতে রাজি হয়।

সন্ন্যাস আশ্রম

এটি মানব জীবনের শেষ পর্যায় যেখানে একজন ব্যক্তির উচিত তার জীবন ও কর্মকাণ্ডকে মোক্ষ (চতুর্থ পুরুষার্থ) বা চূড়ান্ত মুক্তির সাধনায় উৎসর্গ করা। তপস্বী জীবন সম্পর্কে, নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বশিষ্ট সূত্র থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে [2]

9. তাকে একটি একক পোশাক পরতে দিন,

10. অথবা একটি চামড়া বা ঘাস দিয়ে তার শরীর ঢেকে রাখুন যা একটি গরু দ্বারা নিবল করা হয়েছে।

11. তাকে খালি মাটিতে ঘুমাতে দিন।

12. তাকে ঘন ঘন তার বাসস্থান পরিবর্তন করতে দিন,

13. গ্রামের প্রান্তে, মন্দিরে, বা খালি বাড়িতে বা গাছের গোড়ায় (বাস)।

14. তাকে (নিয়ত) তার অন্তরে জ্ঞানীকে খুঁজতে দিন